'বিশ্বমানে পৌঁছতে হলে কমপিউটারায়নের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণে ও দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগের কোন বিকল্প নেই'

অধ্যাপক এম. এ. মান্নান
প্রতিমন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

অধ্যাপক এম. এ. মান্নান

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-র জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় গঠনের দাবী অনেকদিনের। দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ তথ্য প্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ- কমপিউটার জগৎ- এর প্রকাশনার সূচনা সংখ্যা হতে এ দাবীর সমর্থনে বক্তব্য প্রদান করছেন। অবশেষে গত ১৪ আগস্ট এক সরকারী আদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগকে পুর্নগঠিত করে পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক এম. এ. মান্নান।

নবগঠিত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে ২৪ আগস্ট দুপুরে তার অফিস কক্ষে এক আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন 'মাসিক কমপিউটার জগৎ'-এর সম্পাদনা উপদেষ্টা মোঃ আবদুল কাদের এবং লেখক সম্পাদক গোলাম নবী জুয়েল। প্রাণবন্ত সেই আলোচনার সারবস্তু পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

কমপিউটার জগৎ ঃ নতুন মন্ত্রণালয়ে এসে যে সমস্যাগুলো ইতিমধ্যে জেনেছেন তার সমাধানে কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন?

অধ্যাপক এম. এ. মান্নান ঃ এখন পর্যন্ত সমস্যার খুব একটা গভীরে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। তবে ইতিমধ্যে যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে বিশ্বাস জন্মেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অবদান রাখার যথেষ্ট সুযোগ আছে। এ ব্যাপারে সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা পেলে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের জন্য গবেষণা ক্ষেত্র যেমনি তৈরী হবে তেমনিভাবে তাঁরা গবেষণার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে আত্মনিয়োগে সক্ষম হবেন।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশ জিএনপির মাত্র ০.২৫ শতাংশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে ব্যয় করে কিন্তু ইউনেস্কোর পরামর্শ হলো এখাতে অনেক বেশী ব্যয় হওয়া প্রয়োজন। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোও আমাদের অনেক গুণ বেশী হারে এ খাতে ব্যায় করে। এ বিষয়ে আপনার কি মত?

উত্তর ঃ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে ইউনেস্কো যে পরামর্শ দিয়েছে আমি মনে করি তা মেনে বাজেট বাড়ানো দরকার কিন্তু আমাদের যেহেতু আর্থিক সীমাবদ্ধতা ও দারিদ্র্যতা রয়েছে, তাই নানাবিধ সমস্যাও রয়েছে।

আপনাদের জানা আছে, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রথম এটিকে পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তিনি নিজে এর দেখাশোনা করতেন। ফলে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরবর্তী সরকারের আমলে এই মন্ত্রণালয় উপেক্ষিত হয়। এর কোন কাজেই তারা গুরুত্ব দেয়নি। বিশেষ করে গবেষণার ক্ষেত্রটি পুরোপুরি উপেক্ষিত হয়। আবার এও লক্ষ্যণীয়, গবেষক এবং বিজ্ঞানীদের ঠিকই বছর বছর কোটি কোটি টাকা বেতন ও ভাতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু গবেষণার জন্য যে বরাদ্দ থাকা দরকার ছিল তা দেয়া হয়নি। ফলে যা হবার তা-ই হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে 'অর্থের অপচয়' ঘটেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দেশের মোটেই অগ্রগতি হয়নি।

এই অবস্থার পরিবর্তনে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে 'বৈপ্লবিক পরিবর্তন' সাধনই আমাদের লক্ষ্য।

প্রশ্ন ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তির আধুনিক বাহন কমপিউটারের প্রসার প্রয়োজন। আমাদের দেশে কমপিউটারের ব্যবহার বৃদ্ধির দায়িত্ব পালন করছে বিসিসি। বিধি মোতাবেক বিসিসির চেয়ারম্যান হলেন শিক্ষামন্ত্রী। এর পরিবর্তনে ইতিমধ্যে আপনি কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কি?

উত্তর ঃ বিসিসি হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের আওতাভুক্ত। একটা সময়ে বিভাগটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। যেহেতু এটি এখন পৃথক মন্ত্রণালয় অতএব আমি মনে করি বিসিসি এখন আর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নয়। এটি এখন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে। এবং আমি ইতিমধ্যে বিসিসির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ন্যস্ত মন্ত্রী পালন করবেন এমন সংশোধনী আনার নির্দেশ দিয়েছি।

প্রশ্ন ঃ প্রসঙ্গক্রমে জানতে ইচ্ছে করছে এদেশের কমপিউটারায়ন নিয়ে আপনি কোন চিন্তাভাবনা করছেন কি?

উত্তর ঃ নিশ্চয়ই। কমপিউটারের যুগে কমপিউটারের উন্নতির কথা অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করছি। এর ব্যাপক প্রসারের জন্য অবশ্যই কাজ করব

প্রশ্ন ঃ বিদ্যালয়ে কমপিউটার কোর্স চালুর জন্য বই ছাপানো হয়েছিল কিন্তু আর বিলি করা হয়নি। পাঠ্যপুস্তক ভবনের গুদামে পড়ে থাকা বইগুলো বিলি এবং কোর্স চালুর ব্যাপারে আপনার পদক্ষেপ কেমন হবে?

উত্তর ঃ ইনশাল্লাহ্ আমরা এ ধরনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব।

প্রশ্ন ঃ কমপিউটার জগৎ গার্মেন্টস শিল্পের চেয়েও সম্ভাবনাময় 'ডাটা এন্ট্রি' ও 'সফটওয়্যার' শিল্প গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে ইতিমধ্যে তিন তিনটে সফল সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। এ বিষয়ে সচেতনতা গড়ে উঠেছে ঠিকই কিন্তু শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী সহায়তা পাচ্ছে না বলে উদ্যোগ নিতে পারছে না শিল্প উদ্যোক্তারা। ফলে দেশ বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার মত কি? আমরা কি আশা করব অচিরেই এ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

উত্তর ঃ আসলে আমাদের দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থবিরতা ছিল। তা কাটিয়ে উঠার জন্য আমরা কাজ করছি। যে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানলাম সেগুলো সমাধানে কি করা যায় তা অবশ্যই ভেবে দেখব এবং সমাধানের চেষ্টা করব। এ সংক্রান্ত একটি সেমিনার আয়োজনের ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে। আশা করি সেখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ ঘটবে।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে কমপিউটারায়নের ভবিষ্যত সম্পর্কে বলুন?

উত্তর ঃ পৃথিবী যে মুহূর্তে কমপিউটার নির্ভর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির উপর ভর করে এগোচ্ছে তখন বিকল্প চিন্তার কোন সুযোগ বাংলাদেশের নেই। এর ব্যবহার এখন আর সরকারী পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়।

পৃথিবীর দ্রুত উন্নতির সাথে তাল মিলানোর প্রয়োজনে কমপিউটার প্রযুক্তির বিকাশ আমাদের দেশেও প্রয়োজন। এটাই বাস্তবতা। এই সত্য যারা অস্বীকার করবেন তারা প্রগতিশীল নন।

উন্নত পৃথিবী যে মুহূর্তে কমপিউটার প্রযুক্তির ব্যবহারের চরম পর্যায় পেরিয়ে মানব কল্যাণের জন্য নতুন প্রযুক্তির অন্বেষণ করছে আমরা তখন পর্যন্ত কমপিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার দেশ জুড়ে শুরুই করতে পারিনি। এটি দুঃখজনক।

বাংলাদেশ যদি বিশ্বমানে পৌঁছতে চায় তবে কমপিউটারায়নের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণে ও দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগের কোন বিকল্প নেই। ○

সময়ের আগে চলুন –

জীবনে প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে কমপিউটারলাইনের সহায়তা গ্রহণ করুন। আমাদের কমপিউটার কোর্সসমূহের বৈশিষ্ট্য ঃ –

- শিক্ষার্থীর কোর্স নির্বাচনে পরামর্শ দান।
- সকল কোর্সেই IPCS এবং DOS অন্তর্ভুক্ত।
- ক্লাশের সময় ছাড়াও অতিরিক্ত অনুশীলনের সুযোগ।
- প্রয়োজনীয় সহায়িকা বিনামূল্যে সরবরাহ।
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সর্বনিম্ন ফি-তে সর্বোচ্চ সুযোগ প্রদান।

কমপিউটারলাইন

১৪৬/১, আজিমপুর রোড (চায়না বিল্ডিং-এর গলি)
ঢাকা – ১২০৫, ফোন ৫০৬৪৮৫, ৮৬৬৭৪৬।

* ওয়ার্ডপারফেক্ট * ওয়ার্ডস্টার * লোটাস ১-২-৩ * ডিবেজ III+